চরমোনাই পীরের আরো কাহিনী

সাপ্তাহিক ২০০০ গত ২৭ জানুয়ারি সংখ্যায় 'চরমোনাই পীরকাহিনী' শিরোনামে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ হওয়ার পর থেকে পীর সাহেব হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন বলে জানা গেছে। ২৮ জানুয়ারি গেন্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠে এক মাহফিলে তিনি ঐ প্রতিবেদন পড়ার পর আলোচনা অসমাপ্ত রেখে বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে ১৫ তলার ১২ নং কেবিনে গিয়ে জানা যায়, তিনি কিডনি রোগ স্পেশালিস্ট প্রফেসর ডা. নূর ইসলামের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন। ২৮ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত তিনি বারডেমেই আছেন। ডা. নূর ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ২০০০-কে জানান, 'পীর সাহেবের দুটো কিডনিতেই সমস্যা রয়েছে। প্রথমে তার অবস্থা বেশ খারাপ ছিল, এখনো নিউমোনিয়ার কারণে ডায়ালাইসিস করা যাচ্ছে না।'

পীর সাহেব গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, অথচ প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পীর সাহেবের সভাপতিত্বে দলীয় কার্যালয়ে সভা হয় বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছাপা হচ্ছে। ৬ ফেব্রুয়ারির দৈনিক ইত্তেফাকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়, 'দলীয় কার্যালয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় ও নগর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় চরমোনাই পীর দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অথচ বারডেম হাসপাতালে যোগাযোগ করে জানা যায়, তিনি ২৮ জানুয়ারি থেকে সেখানেই আছেন। সুস্থ-অসুস্থ সব অবস্থাতেই মিডিয়ায় প্রচার পাওয়ার জন্য পীর সাহেবের লোকজন ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছেন বলে জানা যায়।

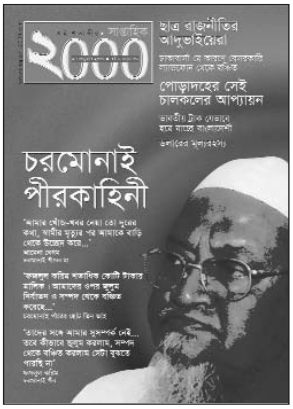

২৭ জানুয়ারি চরমোনাই পীরকে নিয়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ

প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে প্রচুর ফোন আসে। পীরের মুখোশ উন্মোচন করায় ২০০০-এর প্রতি অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের কোনো কোনো জেলায় এতদিন যারা পীরের দাপটে মুখ খুলতে সাহস পেত না, তাদেরকে ২০০০-এর কপি নিয়ে উল্লাস করতে দেখা যায়। সারা দেশের সুধীমহলেও সাড়া জাগে। সাপ্তাহিক যায়যায়দিন এ প্রতিবেদনের ওপর প্রেসনোট প্রকাশ করে। কপি পেতে ব্যর্থ হয়ে অনেকেই ফটোকপি করেন। কেউ কেউ প্রতিবেদনের ফটোকপি করে বায়তুল মোকাররম, মিরপুর, গেন্ডারিয়া, রামপুরা,মালিবাগ, বনশ্রীসহ বিভিন্ন এলাকায় বিলি করেন। অনেকে অফিসে ফোন করে পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ জানান।

প্রতিবেদনে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন পীর সাহেব, তার সন্তান এবং সমর্থকরা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন পীর সাহেব তনয় সৈয়দ ফয়জুল করিম। কারণ তিনিই হলেন পীর ফজলুল করিমের পরবর্তী ক্ষমতাধর ব্যক্তি। পিতার অবর্তমানে তিনিই হবেন পীর। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পিতা ফজলুল করিম তাকে এ বিষয়ে খোঁজ-খবর এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দেন বলে জানা যায়। চাচা এছহাক বিন রেদওয়ানকে ফোন করে এ প্রতিবেদনের পেছনে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করবেন বলে হুমকি প্রদান করেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিরুদ্ধে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি মামলা দায়েরের হুমকিও দেয়া হয়। ইসলামী আইন পরিষদের নেতা পরিচয় দিয়ে অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন ফোন করে এ প্রতিবেদককে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দিয়ে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। এ ছাড়াও পীরের লোকজন পীর সাহেবের সৎমা আমেনা বেগম এবং পীরের ছোট তিন ভাইকে হুমকি দেন।

তিন ভাইয়ের প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৮ বর্ষ ৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'চরমোনাই পীরকাহিনী' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে পীরের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার তিন বৈমাত্রেয় ভাই সাইয়েদ ফিরদাউস বিন ইসহাক, সাইয়েদ কাওছার বিন ইসহাক এবং সাইয়েদ রিদওয়ান বিন ইছহাক। তাদের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো :

- চরমোনাই দরবারের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আমাদের বড় ভাই সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন, 'নানাজান সৈয়দ মাওলানা আব্দুল জব্বার ওরফে আহসান আলী প্রতিষ্ঠা করেছেন' -এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মূলত তিনি যেমন ফজলুল করিমের নানা, তেমনি আমাদেরও সম্পর্কে দাদা হন। তিনি ছিলেন আব্বাজানের চাচাতো মামা। তিনি একজন আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ফরমান আলী পীর সাহেবের মক্তবের শিক ছিলেন। তিনি চরমোনাই দরবার প্রতিষ্ঠা করেননি।
- ফজলুল করিম উল্লেখ করেন, আব্বাজানের অসিয়ত অনুযায়ী তিনি পীর হন। মূলত অসিয়তের কোথাও আব্বাজান তাকে পীর মানে মনোনয়নের কথা উল্লেখ করেননি। তার দাবিও সম্পূর্ণ মিথ্যা।
- তিনি বলেছেন, তারা আপন দুই ভাই এবং তিনিই বড়। এ কথা ডাহা মিথ্যা। মূলত তাদের দুই ভাইয়ের বড় ভাইয়ের নাম সৈয়দ মোবারক করিম, আর তিনি হলেন দ্বিতীয়।
- তিনি আমাদের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে সত্য প্রকাশকে হিংসা বলে উল্লেখ করেন। তিনি আমাদের চেয়ে ২৭ থেকে ৩৩ বছরের বড় ভাই এবং বাল্য এতিম ভাইদের পৈতৃক অধিকাংশ ভিটাবাড়ি অধিকার ও সম্পত্তি হরণকারী।
- আমাদেরকে তিনি মা-সহ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন- এ অভিযোগকে তিনি রাজনৈতিক ইন্ধন বলেছেন। মূলত এ অভিযোগ কোনোক্রমেই রাজনৈতিক কারণে নয়, আমাদের পারিবারিক এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও দরবারের অধিকার চাওয়াটা রাজনৈতিক কারণে হয় কী করে? এ কথাটাও ডাহা মিথ্যা।

সাইয়েদ রিদওয়ান বিন ইছহাক

সাইয়েদ কাওছার বিন ইসহাক

সাইয়েদ ফিরদাউস বিন ইসহাক